যুগান্তর

তারিখ 05 FEB 2018
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৩

এসএসসির প্রশ্নফাঁস

উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি, ৫ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা

যুগান্তর রিপোর্ট

পরপর দু'দিন এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নফাঁসের ঘটনা তদন্তে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। পাশাপাশি প্রশ্নফাঁসকারীদের ধরিয়ে দিলে ৫ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। তবে প্রশ্নফাঁসের ঘটনা স্বীকার বা অস্বীকার কোনোটিই করা হয়নি। অন্য সময় '৩০ মিনিট আগে ফাঁস হয়েছে', 'কতজনইবা পেয়েছে'— এরকম বিভিন্ন ধরনের কথা বলে বিষয়টি এড়িয়ে যান মন্ত্রণালয়ের শীর্ষব্যক্তিরা।

রোববার বিকালে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ১৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন, পুরস্কার ঘোষণা, পরীক্ষা কেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব ছাড়া কারও কাছে মোবাইল ফোন পাওয়া গেলে গ্রেফতার এবং 'এমসিকিউ পদ্ধতি' বাতিলে সেমিনার আয়োজনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সেমিনারের পর এমসিকিউ পদ্ধতির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হবে।

সভার শুরুতে প্রশ্নফাঁসকারীকে ধরিয়ে দিলে ৫ লাখ টাকা পুরস্কার দেয়ার প্রস্তাব করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো: সোহরাব হোসাইন। সভায় এই প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। ব্রিফিংয়ে শিক্ষামন্ত্রী নাহিদ বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ছোতাকে কেউ ধরিয়ে দিলে, চিহ্নিত করলে ও সঠিক প্রমাণ দিলে তাকে ৫ লাখ টাকা পুরস্কার দেয়া হবে।

শিক্ষামন্ত্রী নাহিদ আরও বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ ঠিক বা ভুল এসব বিষয়গুলো যাচাই-বাছাই করা হবে। এর ফলে পরীক্ষার্থীদের ওপর কী প্রভাব পড়ে তা খতিয়ে দেখা হবে। কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিনা, পরীক্ষা কীভাবে ?মূল্যায়ন করা যায় ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা করে কমিটি সুপারিশ করবে। এ কমিটি এসএসসি ও সমমানের সব পরীক্ষা 'মনিটর' করবে।

সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কেন্দ্রে শিক্ষক ও কর্মকর্তার কাছে মোবাইল ফোন পাওয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রেফতার করা হবে। কোনো পরীক্ষার্থীর কাছে মোবাইল ফোন পাওয়া গেলে তার পরীক্ষা বাতিল হয়ে যাবে। উভয়ে মামলার মুখোমুখি হবেন। পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট আগে পরীক্ষার্থীদের অবশ্যই পরীক্ষার হলে নিজের সিটে বসার বাধ্যবাধকতা কঠোরভাবে পালনের নির্দেশনা পুনরায় দেয়া হয়।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ফেসবুকে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রশ্ন বিক্রি অবশ্যই বন্ধ করা হবে। এছাড়া পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে প্রশ্ন ফাঁস ঠেকাতে 'ভিজিলেন্স টিম' আরও জোরালো কাজ করবে। সব ডিসি ও ইউএনওকে এ ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা শুরু হয়। এর মধ্যে বাংলা প্রথম ও দ্বিতীয়পত্রের পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস হয়েছে। এই অভিযোগের প্রেক্ষাপটে করণীয় নির্ধারণে মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের সচিব মো: আলমগীরকে প্রধান করে কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পুলিশের দু'জন করে, শিক্ষা বোর্ডের তিনজন এবং বিটিআরসির একজন প্রতিনিধি থাকবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের এক কর্মকর্তা কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে থাকবেন। কমিটি প্রয়োজনে আরও সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে।

বৈঠকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুই সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক মাহবুবুর রহমান, তিন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।